জলবায়ু পরিবর্তন

দায়ী নয় তবে ভুক্তভোগী

MVC হিসেবে বৈশ্বিক স্বীকৃতি

হুমকি সত্ত্বেও অদম্য

প্রতিকূল প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি হয়ে দাঁড়ায়

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

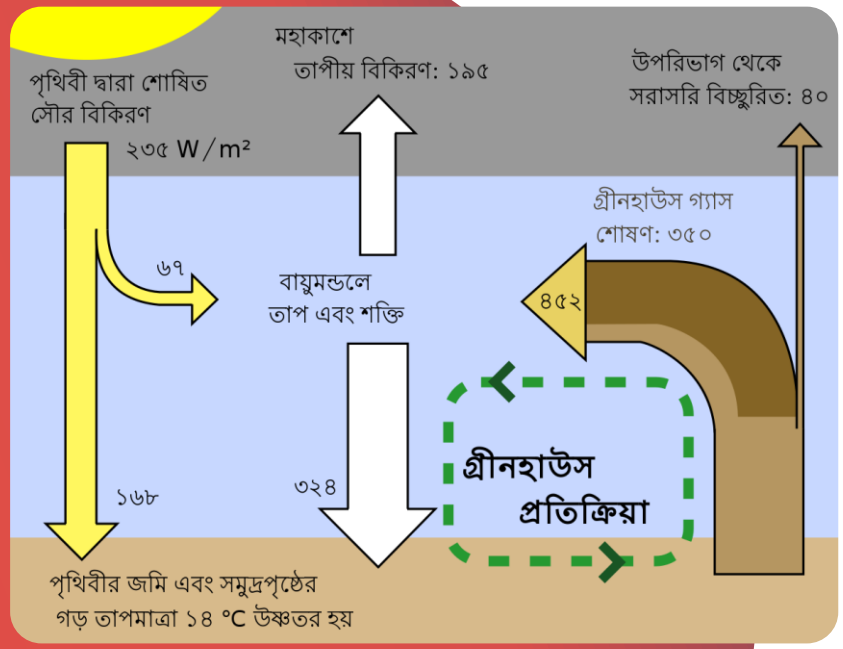

কারণ:

- প্রাকৃতিক
- মানুষের কাজ

গ্রীনহাউজ গ্যাস কী?

- CO2
- CH4
- Nitrous Oxide
- HFCs
- PFCs
- Sulfur Hexafluoride

কেন গ্রীন হাউজ গ্যাস বাড়ে?

- বিদ্যুৎ উৎপাদন
- জীবাশ্ম জ্বালানী
- বন ধ্বংস
- সিমেন্ট উৎপাদন
- অন্যান্য

গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ এবং মাথাপিছু শেয়ার

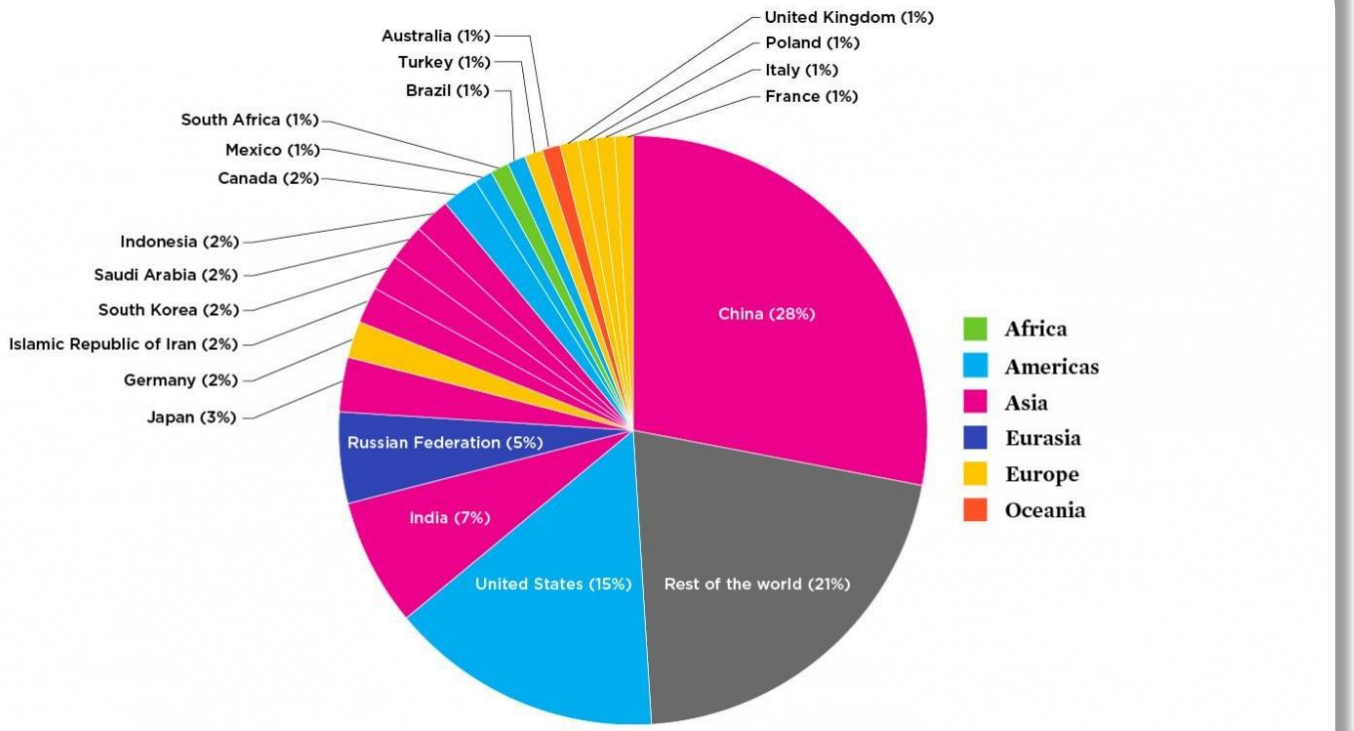

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রমাণ:

- টেম্প: গত ১০০ বছরে + ০.৭৮ ° c বৃদ্ধি
- কার্বন ঘনত্ব: ২৮০ পিপিএম (১৭৫০) -৩৩০ পিপিএম (এখন)
- আবহাওয়ার সর্বাধিক: ঘন ঘন হারিকেন, বন্যা, সমুদ্রপৃষ্ঠের বৃদ্ধি, হিমবাহ গলানো, মরুভূমি ইত্যাদি,

জলবায়ু পরিবর্তনের দৃশ্যমান প্রভাব

খড়া

- জলাবদ্ধতা
  ২৩৫,০০০ বাস্তুচ্যুত
  ১ মিলিয়ন আক্রান্ত
- নদীর ভাঙন
  প্রতি বছর ১% জমি হ্রাস
  দেড় হাজার বাস্তুচ্যুত
- সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি
  ২০৮০ নাগাদ ১৩% জমি অন্তর্ভুক্ত হয়

ঝড়

- ঘূর্ণিঝড় মোরা (২০১৭)
  ১০০,০০০ বাস্তুচ্যুত
  সূত্র: ইউএন রিপোর্ট মে ২০১৭
- বন্যা (২০১৭)
  ২৮০,০০০ বাস্তুচ্যুত
  ৪,০০০,০০০ আক্রান্ত
- জলবায়ু বিপদ
  ১৬ থেকে ২৬ মিলিয়ন লোক চলাচল করবে
  তাদের উত্স স্থান থেকে বাইরে

সূত্র: আরএমএমআরইউ-এসসিএমআর স্টাডি, ২০১৩

জলবায়ু পরিবর্তনের দৃশ্যমান প্রভাব

গত বিশ বছরে আবহাওয়াজনিত দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে ষষ্ঠ অবস্থানে।

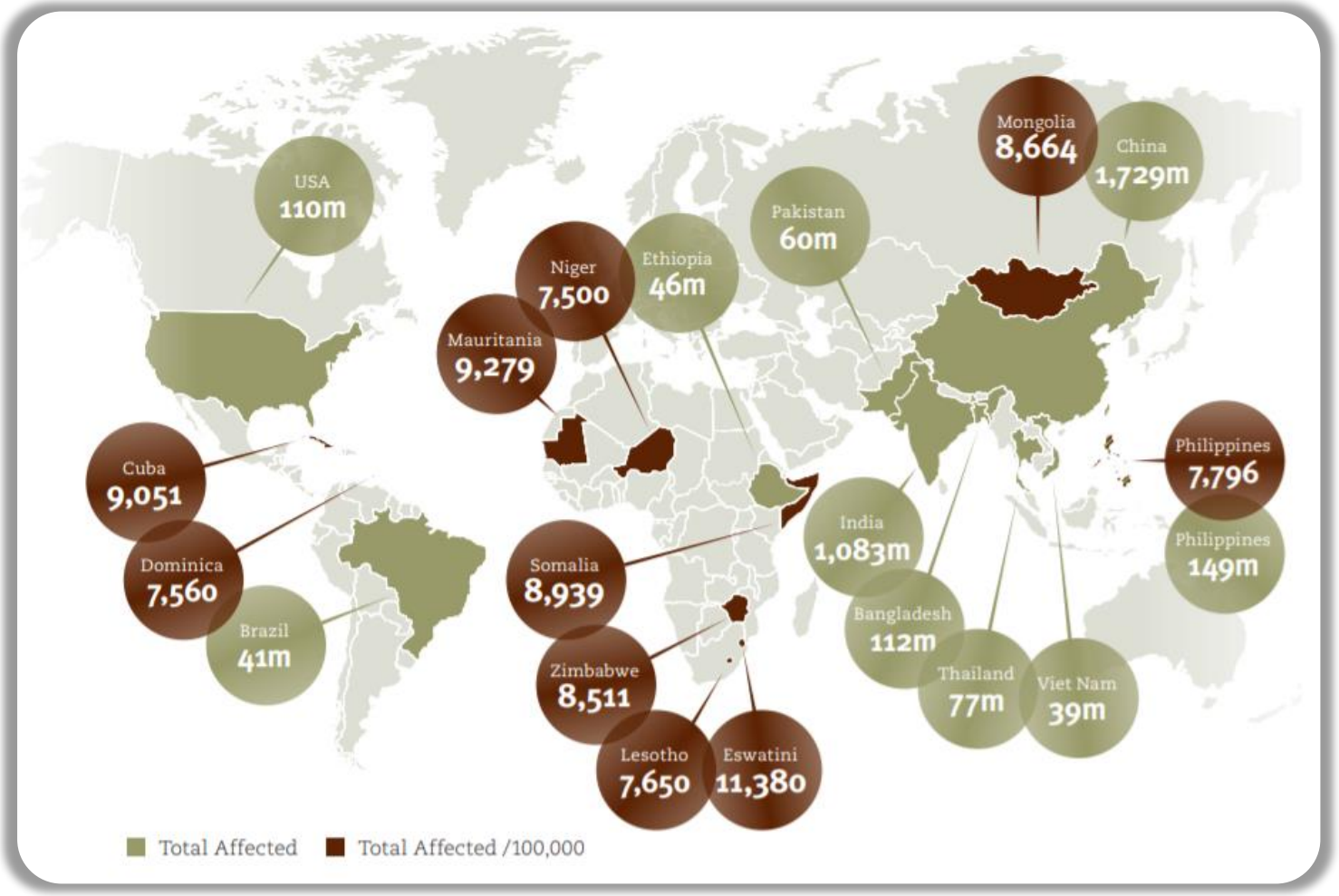

সূত্র: জার্মানিওয়াচ

বিশ্বজুড়ে স্থানচ্যুতি

১৯৯৬-২০১৫
প্রাকৃতিক দুর্যোগ: ১১,০০০
মৃত্যু: ৫২৮,০০০
আর্থিক ক্ষতি : ৩.০৮ ট্রিলিয়ন ইউ এস ডলার

২০০৮-২০১৫
জলবায়ু সম্পর্কিত বিপর্যয়ের কারণে বাস্তুচ্যুত: প্রতি বছর গড়ে ২১.১ মিলিয়ন লোক

২০১৬
২৪.২ মিলিয়ন নতুন বাস্তুচ্যুত — একই বছরে তৃতীয়বারের মতো।
২০৫০ এর মধ্যে, বাস্তুচ্যুতি হতে পারে—
বিশ্বব্যাপী প্রতি ৪৫ জনের মধ্যে ১ জন
বাংলাদেশের প্রতি ৭ জনের মধ্যে ১ জন

সূত্র: আইওএম, সিডিএমপি, আরএমএমআরইউ-এসসিএমআর, আইডিএমসি, জিসিএমআই

বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতি

- ২০৫০ সালের মধ্যে জিডিপির ২% বার্ষিক ক্ষতি
- ২১০০ দ্বারা জিডিপি ৯% বার্ষিক ক্ষতি

২০৫০ সালের মধ্যে ৪০ মিলিয়ন গৃহহীন

- ২০৫০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের ১৫% বৃদ্ধি
- ১৯ টি উপকূলীয় জেলা বড় হুমকির মধ্যে রয়েছে
- ২০৫০ সালের মধ্যে দ্বারা ৬.২১ মিমি সমুদ্রের স্তর বৃদ্ধি

সূত্র: জিসিআরআই, এডিবি, আইপিসিসি

বিশ্বের অবস্থান বনাম বাংলাদেশ

- গড় বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি: ২১০০ দ্বারা ২.৬—৪.৮ ° সে
- গ্লোবাল গড় সমুদ্র স্তর বৃদ্ধি: 0.১৭ থেকে 0.২১ মিটার
- বৈশ্বিক গড় সমুদ্র স্তর বৃদ্ধি: একবিংশ শতাব্দীর শেষে ২৬ সেমি- ৯৮ সেমি

বিশ্বের অবস্থান

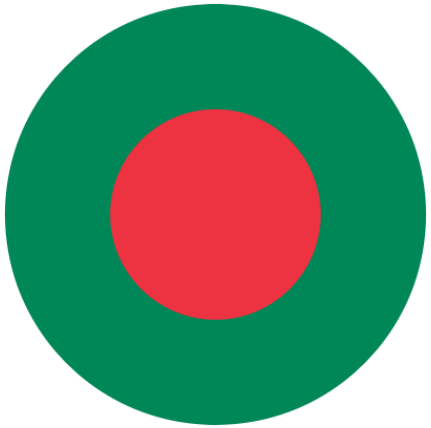

বাংলাদেশ

- ক্ষতির ব্যয়: প্রতি বছর প্রায় ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
- জিডিপি হ্রাস: সময়কালে ১.৮১% ১৯৯০ - ২০০৮
  চলাকালীন প্রাণহানি: বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ৮,২৪১ জন মানুষ
- অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন: প্রতি বছর ১১০০০০০

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নেতৃত্বের ভূমিকা

- ইউএনসিসিসির বক্তৃতায় সক্রিয় অংশগ্রহণ
- দুর্যোগ স্থানচ্যুতি (পিডিডি) প্ল্যাটফর্মের বর্তমান চেয়ার
- এলডিসি দেশগুলির সমন্বয়ক
- ২২ এপ্রিল ২০১৬ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্যারিস টু দ্য প্যারিস চুক্তি
- সভাপতির মেয়াদকালে ২০১৬ সালে ঢাকায় নবম জিএফএমডি হোস্ট করেছেন
- মাইগ্রেশন অন গ্লোবাল কমপ্যাক্টের (জিসিএম) ধারণার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা
- উচ্চতর উচ্চাভিলাষী কৌশল অবলম্বন এবং ডিসেম্বর ২০১৭ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত ওয়ান প্ল্যানেট সামিট চলাকালীন জাহাজ থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস (জিএইচজি) নির্গমন হ্রাস করার ব্যবস্থা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য 'টনি এ ডি ব্রাম ডিক্লারেশন' -কে সমর্থন

জিওবি'র প্রতিশ্রুতি এবং স্ব-অর্থায়ন

জিওবি'র প্রতিশ্রুতি এবং স্ব-অর্থায়ন

স্ব-অর্থায়ন

- নিজস্ব সম্পদ থেকে ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল’ স্থাপনকারী প্রথম দেশ
- দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কম ঝুঁকিপূর্ণ করতে উন্নয়নের অংশীদারদের সহায়তায় জিওবি'র ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ

জিওবি এর প্রতিশ্রুতি এবং অংশীদারি

Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)

- শরণার্থী এবং অভিবাসীদের জন্য নিউ ইয়র্ক ঘোষণায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাবকে মানব গতিশীলতার মূল চালক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে
- বাংলাদেশ গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন মাইগ্রেশন (জিসিএম) ধারণার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছে
- জলবায়ু সম্পর্কিত অভিবাসন সংক্রান্ত নিম্নচাপযুক্ত চালকদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং জলবায়ু অভিবাসীদের সুরক্ষা সরবরাহের প্রচেষ্টা

জিওবি এর প্রতিশ্রুতি এবং অংশীদারি

GIZ Program on Managing Climate-Induced Migration

- বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে জলবায়ু অনুপ্রাণিত অভিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংহতকরণকে সমর্থন করা
- জলবায়ু-নির্ভরশীল অবকাঠামো তৈরি এবং আয়ের সুযোগ তৈরি করুন, চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সরবরাহ করুন
- স্থানীয় অর্থনীতিতে অভিবাসীদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগানোর কৌশলগুলি চিহ্নিত করুন
- সক্ষমতা বিকাশ

জিওবি এর প্রতিশ্রুতি এবং অংশীদারি

Platform for Disaster Displacement

- Nansen Initiative এর অনুসরণ হিসাবে ২০১৬ সালে চালু হয়েছিল
- বর্তমান চেয়ার: বাংলাদেশ
- ঠিকানা জ্ঞানের ফাঁক
- কার্যকর অনুশীলনের ব্যবহার বৃদ্ধি করুন
- নীতি সমন্বয় প্রচার করুন
- বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য নীতিগুলিতে মানব গতিশীলতা মূলধারার

প্রচেষ্টা স্বীকৃতি

- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের স্বীকৃতি - ইউএনইপি-র সর্বোচ্চ পরিবেশগত প্রশংসন - পৃথিবীর চ্যাম্পিয়নস - ইউএনইপি কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ভূষিত

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

UNFCCC

জলবায়ু পরিবর্তনের রূপরেখা সম্মেলন (United Nations Framework Convention on Climate Change), **সংক্ষেপে ইউএনএফসিসিসি বা এফসিসিসি** (UNFCCC বা FCCC)

UNFCCC

- **জাতিসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত একটি বৈশ্বিক চুক্তি, যা ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন থেকে ১৪ জুন তারিখে রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত "আর্থ সামিট" সম্মেলনে সাক্ষরিত হয়।**

- **এই চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের হার স্থিতিশীল রাখা, যাতে জলবায়ুগত পরিবেশের জন্য তা বিপত্তিকর না হয়।**

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

UNFCCC

জলবায়ু পরিবর্তনের রূপরেখা সম্মেলন
(United Nations Framework Convention on Climate Change), **সংক্ষেপে ইউএনএফসিসিসি বা এফসিসিসি** (UNFCCC বা FCCC)

UNFCCC

- **ইউএনএফসিসিসির উদ্দেশ্য হ'ল বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্বকে এমন একটি স্তরে স্থিতিশীল করা যা জলবায়ু ব্যবস্থার সাথে বিপজ্জনক নৃতাত্ত্বিক হস্তক্ষেপ রোধ করতে পারে**

- **ইউএনএফসিসিসি ৯ মে ১৯৯২ এ গৃহীত হয়েছিল এবং ৪ জুন ১৯৯২ -এ স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত হয়। ইউএনএফসিসিসির ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ১৯৭ টি দল রয়েছে।**

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে Conferences of the Parties (COP) সম্মেলনে সদস্যদেশগুলি বৈঠক করে।

- ১৯৯৭ সালে, কিয়োটো প্রোটোকলটি গৃহীত হয়েছিল এবং ২০০৮-২০১২ সময়কালে উন্নত দেশগুলির গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার জন্য আইনত বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- ২০১০ সালের জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন একটি চুক্তি উত্থাপন করে বলেছিল যে ভবিষ্যতে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রাক-শিল্প স্তরের তুলনায় ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৩.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট) এর নীচে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

- যেসব এলডিসি দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যে ক্ষতির মুখে পড়বে তাদের রক্ষার জন্যে Green Climate Fund প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- দোহা সংশোধনীতে ২০১৩-২০২০ সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রোটোকলটি ২০১২ সালে সংশোধন করা হয়েছিল, যা ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

- ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তি গৃহীত হয়েছিল, লক্ষ্যমাত্রা ২০২০ সালের মধ্যে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

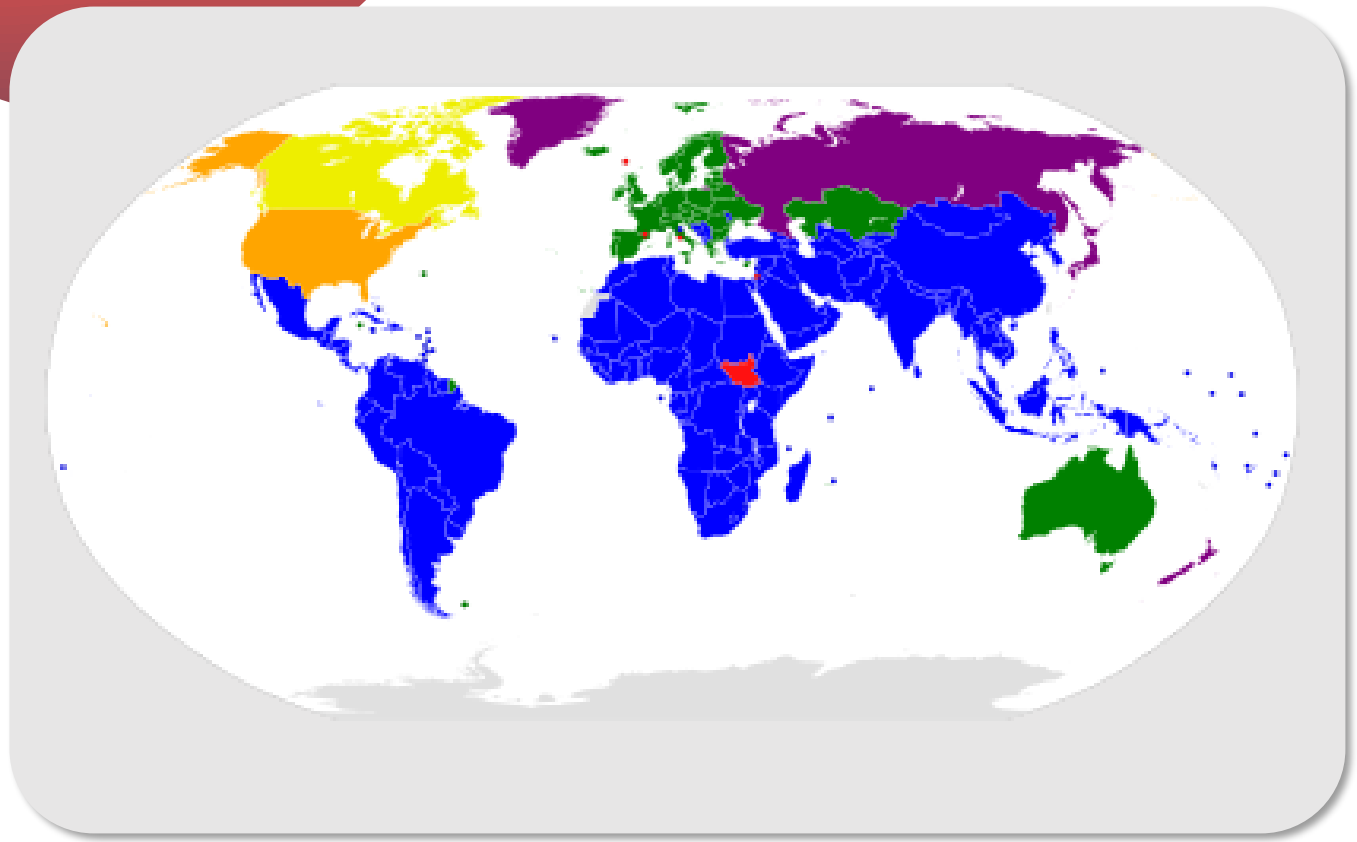

কিয়োটো প্রটোকলে সদস্যদেশ গুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়ঃ

পরিশিষ্ট-১: উন্নত দেশগুলি, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যে মূলত দায়ী

পরিশিষ্ট-২: উন্নয়নশীল দেশ যারা জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখা শুরু করছে।

অ-পরিশিষ্ট: যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

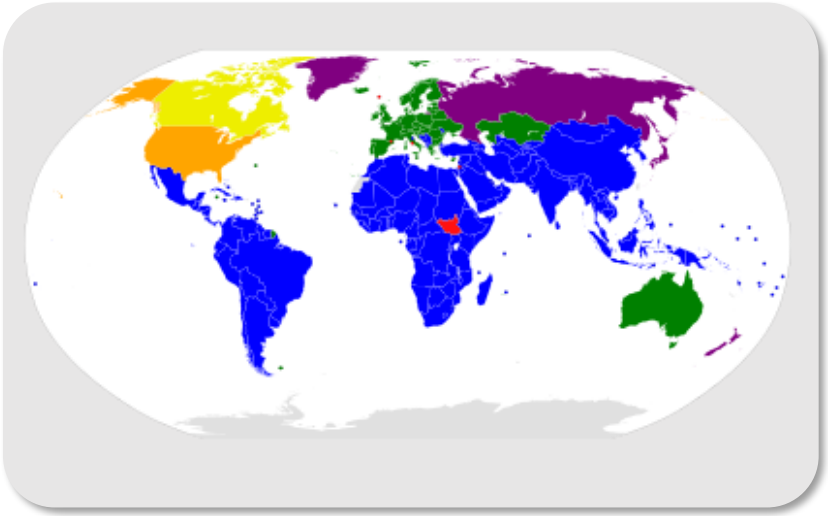

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাদে সমস্ত সদস্য ১ম কিয়োটো প্রতিশ্রুতি সময়কালে অংশ নিয়েছে।
- ৩৭০টি Annex I দেশ এবং ইইউ দ্বিতীয় রাউন্ডের কিয়োটো লক্ষ্যগুলিতে সম্মত হয়েছে।
- এই দেশগুলি হ'ল অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমস্ত সদস্য, বেলারুশ, আইসল্যান্ড, কাজাখস্তান, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড এবং ইউক্রেন।
- যে দেশগুলি কিয়োটো প্রোটোকলের পক্ষ থেকেছে তারা তাদের প্রথম প্রতিশ্রুতি সময়কালের লক্ষ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলছে

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

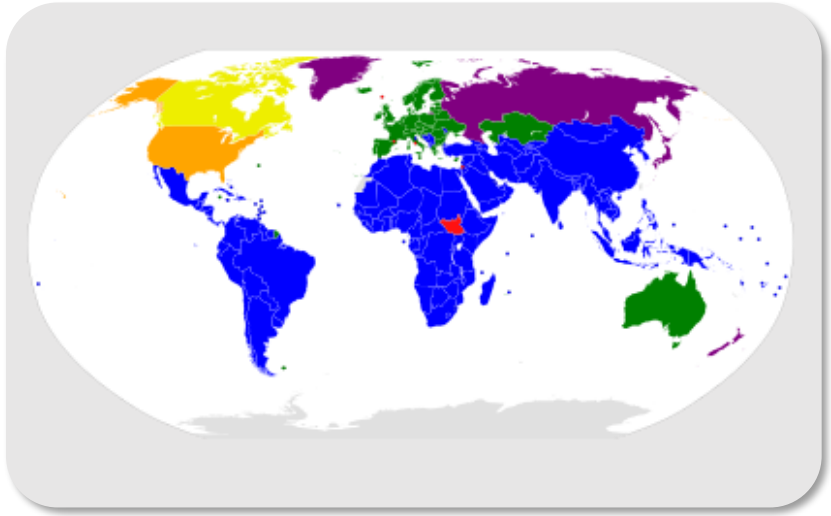

- বেলারুশ, কাজাখস্তান এবং ইউক্রেন জানিয়েছে যে তারা প্রোটোকল থেকে সরে আসতে পারে বা দ্বিতীয় দফায় লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সংশোধনী আইনীভাবে প্রয়োগ করতে পারে না।

- জাপান, নিউজিল্যান্ড এবং রাশিয়া কিয়োটোর প্রথম রাউন্ডে অংশ নিয়েছে, তবে দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি সময়কালে নতুন লক্ষ্য নেয় নি।

- দ্বিতীয়-রাউন্ডের লক্ষ্যমাত্রায় যেসব উন্নত দেশ ছিল নাঃ কানাডা (যা ২০১২ সালে কিয়োটো প্রোটোকল থেকে সরে গেছে) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

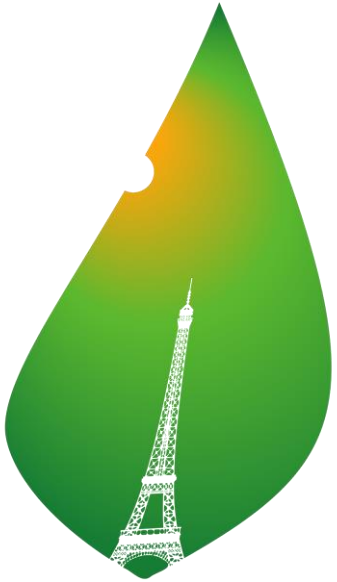

PARIS2015
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
COP21·CMP11

- ২০১১ সালে দলগুলি "বর্ধিত কর্মের জন্য ডার্বান প্ল্যাটফর্ম" গ্রহণ করে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত ১৭তম জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনটি ডারবান রোডম্যাপ নামে পরিচিত।

- ২০১১ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং পরিবর্তিত আবহাওয়ার প্রভাবের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে দরিদ্র দেশগুলাকে সহায়তা করার লক্ষ্যে এতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

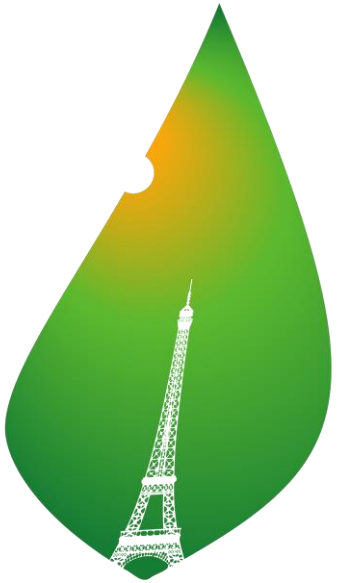

PARIS2015
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
COP21·CMP11

- ডারবান রোডম্যাপের প্রধান প্রধান দিকগুলো হল- বিশ্ব জলবায়ু চুক্তি, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড।
- যার প্রেক্ষিতে প্যারিস চুক্তি সম্পাদিত হয় যা বিশ্ব জলবায়ু চুক্তি নামেও পরিচিত।
- ১৯৯২ সালের পরে ২০ জুন, ২০১২ সালে পুনরায় ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরাতে অনুষ্ঠিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

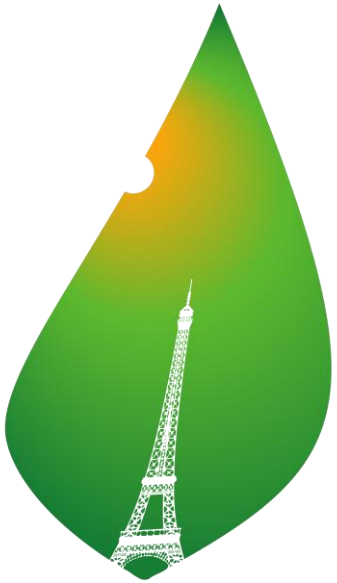

PARIS2015
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
COP21·CMP11

- রিও+২০ সম্মেলনের মূল শ্লোগান ছিল দুটি :
  ক. টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমাচনে সবুজ অর্থনীতি এবং
  খ. টেকসই উন্নয়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামাতে তৈরী, টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ বক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে একটি আলাদা স্তম্ভ হিসেবে মেনে নেয়া হবে বলে বলা হয় এ সম্মেলনে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

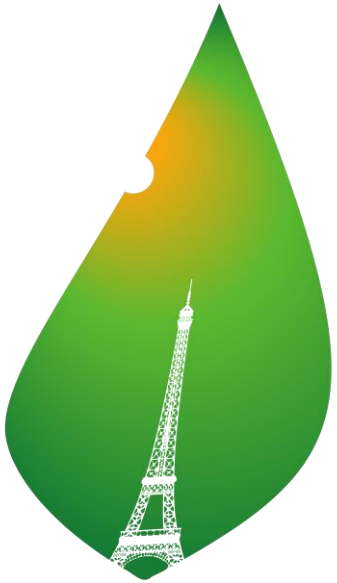

PARIS2015
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
COP21·CMP11

- প্যারিস সম্মেলন, ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর -১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ রূপরেখা কনভেনশন (UNFCCC)-এর COP21 অনুষ্ঠিত হয়।
- এ সম্মেলনে Adoption of the Paris Agreement শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্যারিস চুক্তি

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

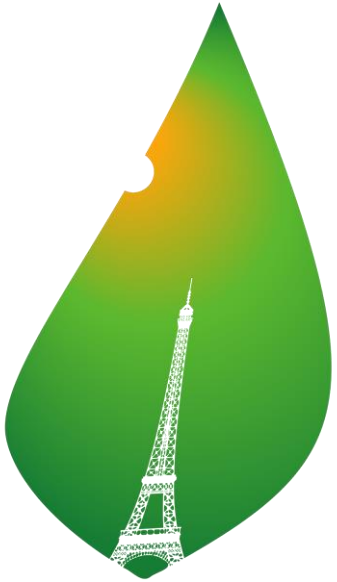

PARIS2015
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
COP21·CMP11

- এ চুক্তির মাধ্যমে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় Green Climate Fund এ সম্মেলনেই দেশগুলোর জন্য ১০০ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করে।
- ২০১৫ সালে, কনভেনশনের ১৯৭ টি দল প্যারিসে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে কম সীমাবদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল।
- প্যারিস চুক্তি কার্যকর হয় ৪ নভেম্বর ২০১৬।

জলবায়ু এবং জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু: জলবায়ু প্রায়শই 'গড় আবহাওয়া' হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয় এবং সাধারণত তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং বাতাসের গতিবেগের গড় এবং পরিবর্তনশীলতার (পরিমান এবং সর্বনিম্ন) সময়ের হিসাবে সাধারণত ৩০-৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বর্ণনা করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন: আইপিসিসি, একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা, জলবায়ু পরিবর্তনকে সময়ের সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বোঝায়, এইভাবে মানব প্ররোচিত এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তন উভয়ই।
অব্যাহত রয়েছে।

২০৯০ সালের মধ্যে সম্ভাব্য তাপমাত্রার পরিবর্তন

যদি ২০৮০ সালের মধ্যে CO_2 নির্গমন শূন্যে নেমে যায় (আরসিপি ২.৬)

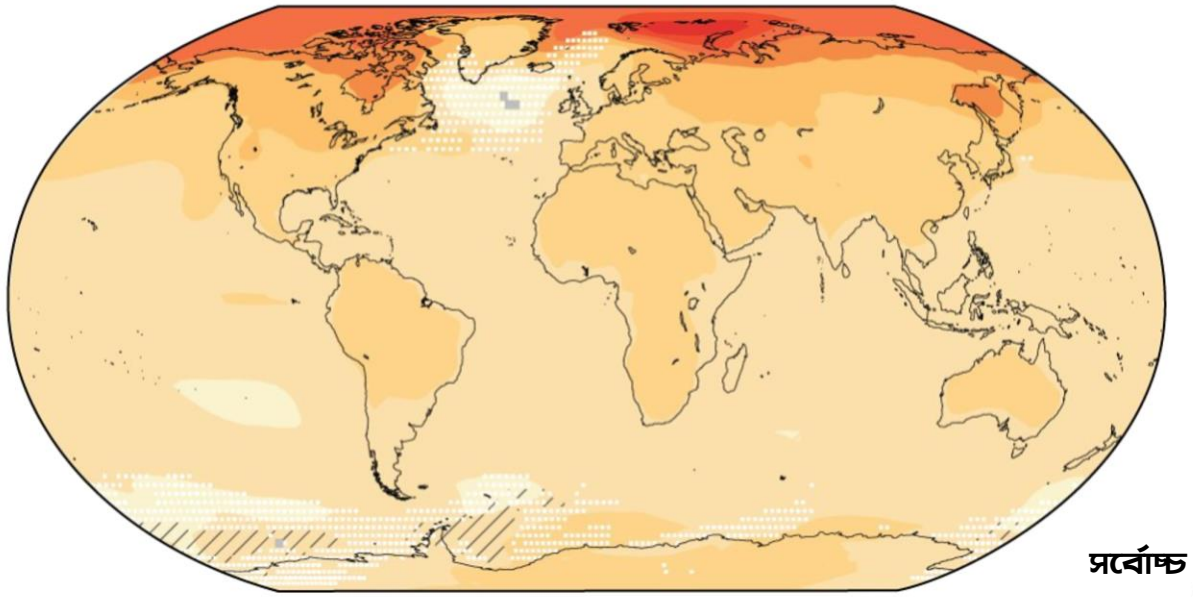

যদি ২০৮০ সালের মধ্যে কার্বন CO_2 নির্গমন তিনগুন হয় (আরসিপি ৮.৫)

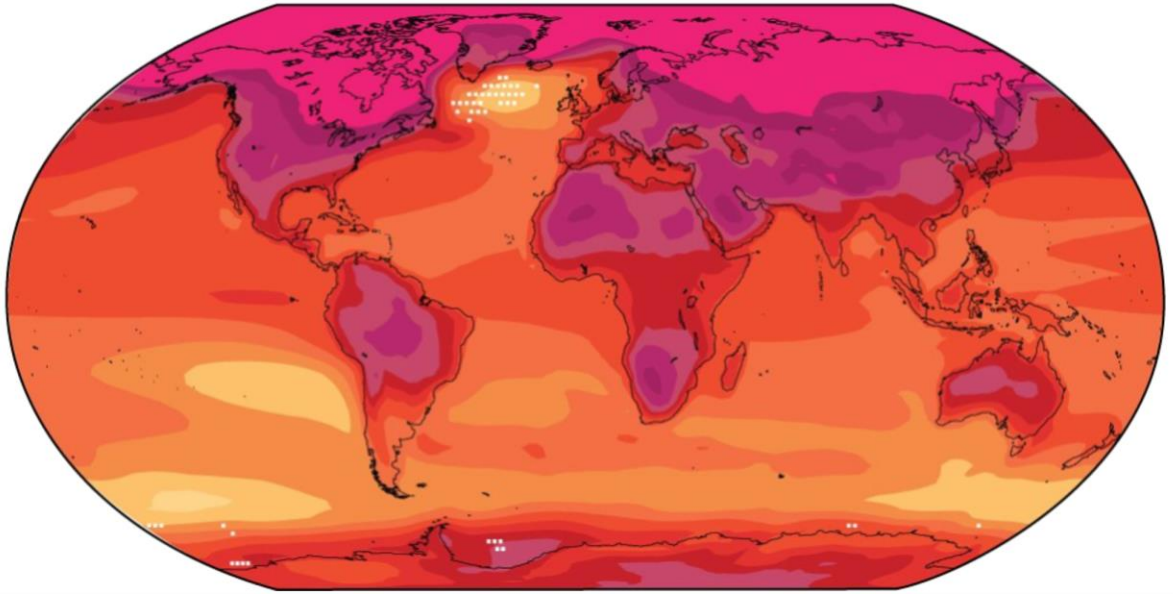

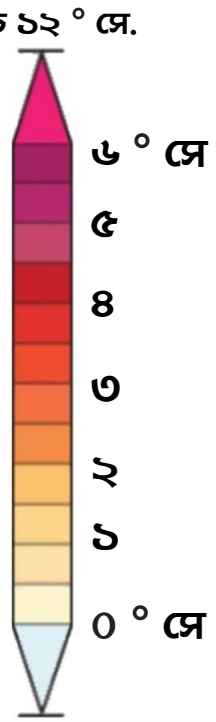

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের পেছনে গ্রীন হাউজ গ্যাস অবদান

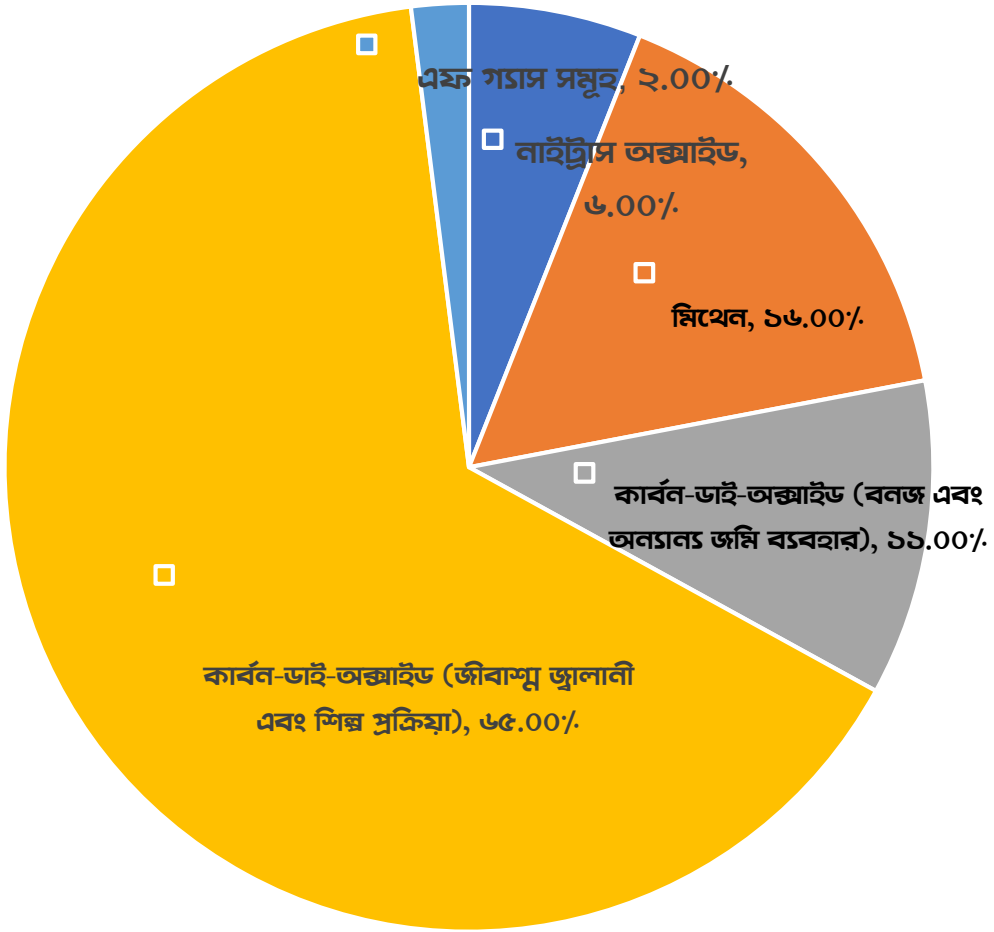

বর্তমান প্রবণতা

- ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা (হিমালয়ে ১৯৭০ সাল থেকে ১^{0} সে.)
- হিমবাহগুলির দ্রুত গলন (বার্ষিক ২০-৩০ মি.)
- জিএলওএফ
- ভূমিধস / আকস্মিক বন্যা
- অনিয়মিত নদীর প্রবাহ

জলবায়ু পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান

- দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এর প্রভাবগুলি ইতিমধ্যে অনুভূত হচ্ছে
- তাপমাত্রার বৃদ্ধি: বিশ শতকের বেশিরভাগ দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ জুড়ে উষ্ণতা দেখা দিয়েছে।
- আরও বেশি তাপমাত্রার চূড়ান্ততা ছিল (উচ্চ আত্মবিশ্বাস)।
- ১৯৫০ সাল থেকে শীত দিন এবং রাতের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং উষ্ণ দিন ও রাতের সংখ্যা বেশিরভাগ এশিয়া জুড়ে বেড়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান

- বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এশিয়ার বড় অংশে তাপপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বৃষ্টিপাতের প্রবণতা: চূড়ান্তসহ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান এবং হ্রাস প্রবণতা উভয়ের সাথে দৃঢ় পরিবর্তনশীলতার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।
- মধ্য ভারতীয় অঞ্চলে আরও চরম বৃষ্টিপাতের ঘটনা এবং দুর্বল বৃষ্টিপাতের ঘটনা

জলবায়ু পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান

- সমুদ্রপৃষ্ঠের বৃদ্ধি: বিশ্বব্যাপী, ১৮৫০ এর দশক থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থানের হার পূর্ববর্তী ২,০০০ বছর ধরে (উচ্চ আত্মবিশ্বাস) গড় হারের চেয়ে বেশি ছিল।

- ভারত মহাসাগরে সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তনগুলি ১৯৬০ এর দশক থেকে বায়ুর নিদর্শন পরিবর্তন করে পরিচালিত হয়েছে

- দ্বীপপুঞ্জ মালদ্বীপের জন্য পানির উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে চলে যাবে

দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের দৃশ্যমান প্রভাব

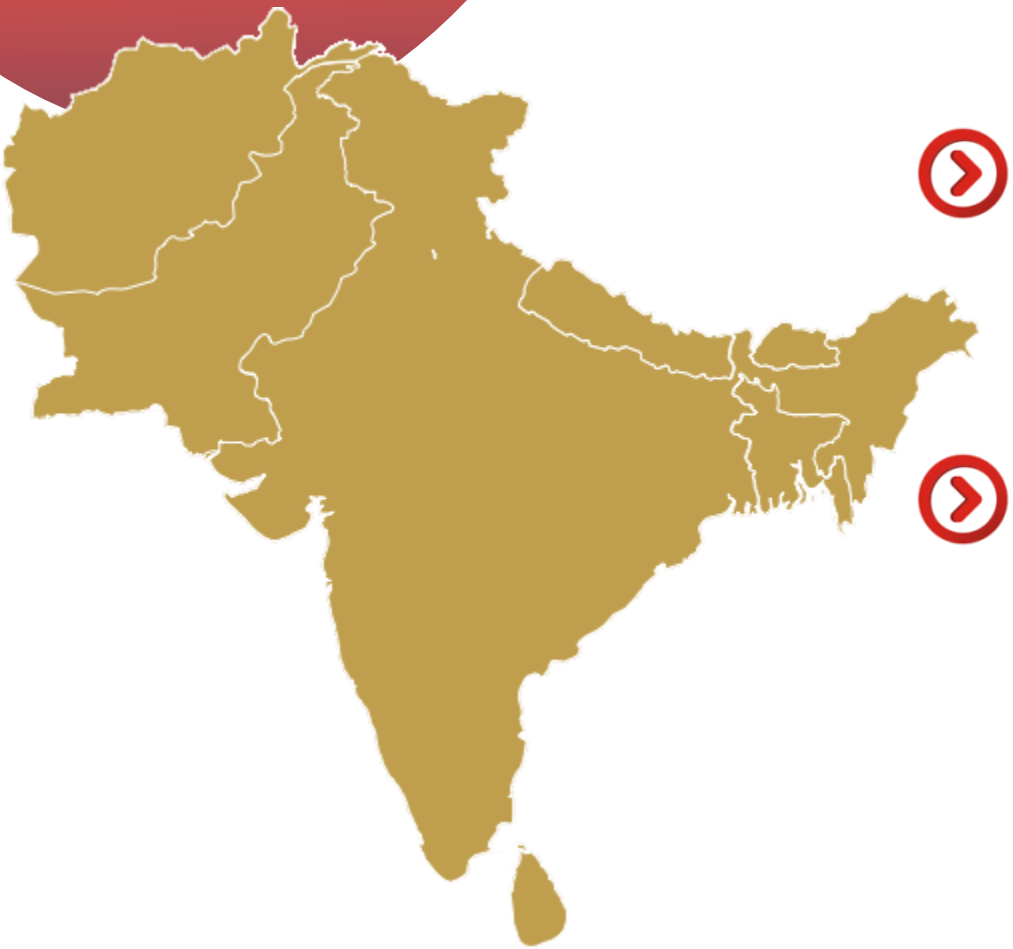

- জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক অংশ জুড়ে জীবন, খাদ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সুস্বাস্থ্যের হুমকিসহ

- পুরো এশিয়া অঞ্চলটি ২০০০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে আবহাওয়া এবং জলবায়ু সম্পর্কিত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল এবং মোট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অনুপাত (প্রায় ৩০%) ভোগ করেছে

দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের দৃশ্যমান প্রভাব

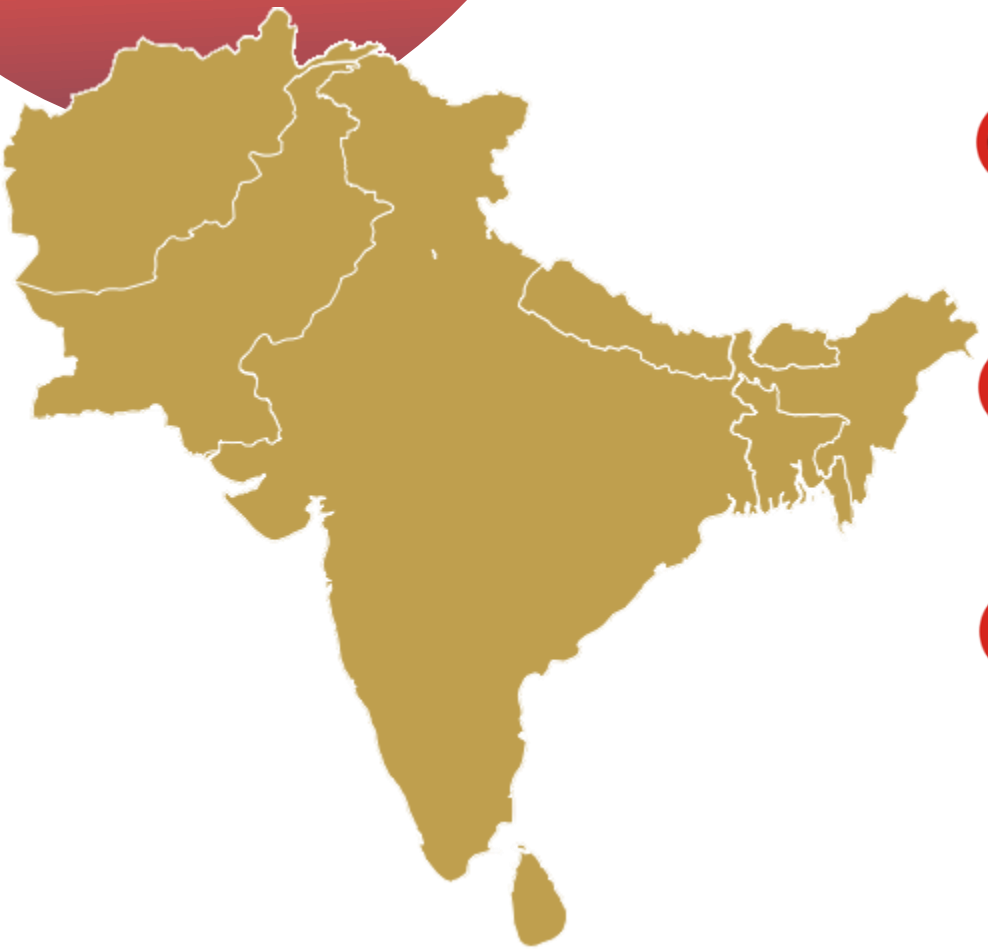

- উদ্বেগের আরেকটি ক্ষেত্র হ'ল মানব স্বাস্থ্য - যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্নভাবে মানব স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে।
- ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া, জাপানীস এনসেফালাইটিস, ডায়রিয়ালের প্রাদুর্ভাব, কলেরার প্রাদুর্ভাব, কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ ইত্যাদি
- জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর এর প্রভাবের মাধ্যমে জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্ব

- ১৯৮৮: জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারী প্যানেল (আইপিসিসি) প্রতিষ্ঠিত। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রথমবারের মতো বিষয়টি সম্বোধন করেছে

- ১৯৯০: প্রকাশিত আইপিসিসি ১ম মূল্যায়ন প্রতিবেদন। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন করার জন্য আন্তঃসরকারী আলাপ-আলোচনা কমিটি (আইএনসি) গঠন করা হয়েছে

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্ব

- ১৯৯২: ব্রাজিলের "আর্থ সামিট" এ ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন জলবায়ু পরিবর্তন (ইউএনএফসিসিসি) গৃহীত হয়েছিল
- ১৯৯৪: ৫৮ টি পক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পরে কনভেনশনটি কার্যকর হয়
- ১৯৯৭: সিওপি ৩ তে কিয়োটো প্রোটোকল গ্রহণ, তবে ২০০৫ সালে কার্যকর হয়

মৌলিক তথ্য

UNFCCC

- গৃহীত হওয়ার বছর: ১৯৯২
- কার্যকর হয়: ২১ মার্চ ১৯৯৪
- প্রারম্ভিক স্বাক্ষরসমূহ: ১৫৪ টি রাজ্য

মৌলিক তথ্য

UNFCCC

- বর্তমান স্বাক্ষরকারীরা: ২০১৩ পর্যন্ত, ইউএনএফসিসির ১৯ টি দল রয়েছে জাতিসংঘের সমস্ত সদস্য দেশ (দক্ষিণ সুদান বাদে) সহ, পাশাপাশি নিউ, কুক দ্বীপপুঞ্জ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এছাড়াও, হলি সি, প্যালেস্টাইন এবং দক্ষিণ সুদান পর্যবেক্ষক দেশ

মৌলিক তথ্য

UNFCCC

কনভেনশন দেশগুলিকে বিভক্ত করে:

- **পরিশিষ্ট ১:** [অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বিকাশ সংস্থা (ওইসিডি) দেশ ও ট্রান্সজিশনে অর্থনীতি (ইআইটি)]
- **পরিশিষ্ট ২:** [কেবলমাত্র ওইসিডি দেশগুলি]
- **অ-পরিশিষ্ট ১** [বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশগুলি সহ স্বল্পোন্নত দেশগুলি]

কার্যকলাপ

UNFCCC

পরিশিষ্ট ১ এবং ২ দেশসমূহ:

- বাধ্যবাধকতা প্রশমন (কিছু নমনীয় অবস্থার অধীনে)
- পরিবর্তনের জন্য সমর্থন সরবরাহ
- সমাধানের জন্য সহায়তা সরবরাহ করন
- প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং স্থানান্তরের জন্য সহায়তা সরবরাহ করন
- সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা সরবরাহ করুন

কাঠামো

UNFCCC

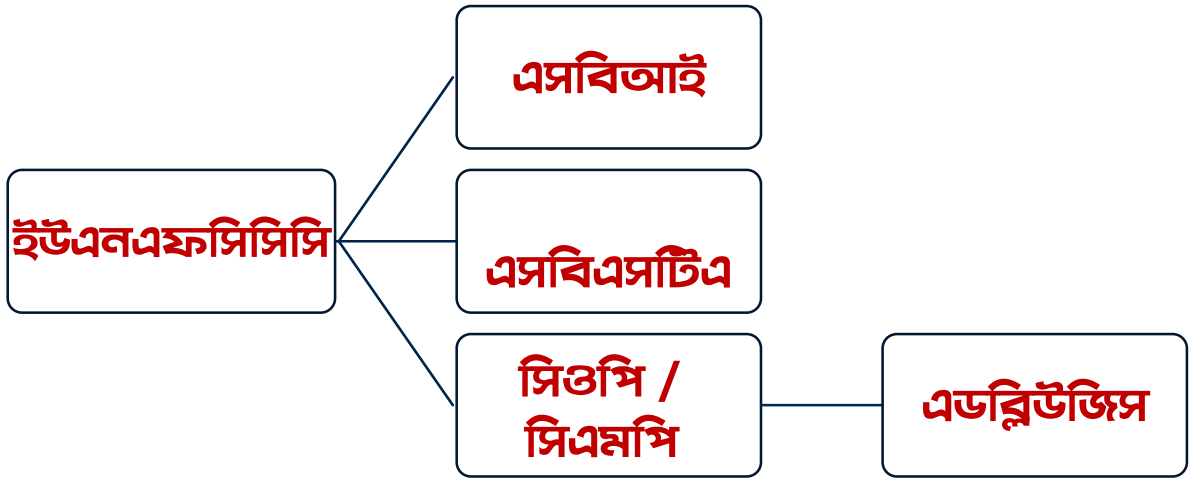

- এসবিআইঃ বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক সংস্থা
- এসবিএসটিএঃ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরামর্শের জন্য সহায়ক সংস্থা
- এডব্লিউজিসঃ বিশেষ দল

কাঠামো

UNFCCC

মেজর ব্লক
জি -77 এবং চীন
ইউরোপীয় ইউনিয়ন

Umbrella
Environmental
Integrity

সাব গ্রুপ
জি -77 এবং চীন

LDC Group
African Group
AOSIS
BASIC Group
ALBA

সিওপিএসের ফলাফল

বালি রোড মানচিত্র (সিওপি 13, 2007)

- অভিযোজন উন্নত করুন
- প্রশমন বৃদ্ধি করুন
- প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং স্থানান্তর
- অর্থায়ন
- সক্ষমতা বৃদ্ধি

কাজের পদ্ধতি - এডাব্লুউজিএলসিএ - এডাব্লুউজিকিপি দ্বারা

সিওপিএসের ফলাফল

কোপেনহেগেন অ্যাকর্ড (সিওপি ১৫, ২০০৯)

- সিওপির সিদ্ধান্ত নয় - সুতরাং দলগুলোর জন্য আইনীভাবে বাধ্যতামূলক নয়
- প্রধান প্রস্তাব - ফাস্ট স্টার্ট তহবিল (২০১০-১২) হিসাবে মার্কিন $ ৩০ বিলিয়ন এবং ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রতি বছর ২০২০ পর্যন্ত
- দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির যথাযথ ভাগ নিশ্চিত করার এবং কীভাবে অর্থের এমআরভি বিকাশ করা যায়
- তহবিল অধিগত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

সিওপিএসের ফলাফল

কানকুন চুক্তি (সিওপি ১৬, ২০১০)

- অ্যাডাপ্টেশন ফ্রেমওয়ার্ক
- কেপি দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি সময়কে প্রশমন পদক্ষেপ হিসাবে
- উন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রযুক্তি স্থানান্তর
- দীর্ঘমেয়াদী অর্থ সহায়তার জন্য গ্রিন জলবায়ু তহবিলের (জিসিএফ) উপর সিদ্ধান্ত

CMS
COP 13
CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON MIGRATORY SPECIES
17 - 22 FEBRUARY 2020
GANDHINAGAR INDIA

সিওপিএসের ফলাফল

ডার্বান ফলাফল (সিওপি ১৭, ২০১১)

- এডাব্লুজিএলসিএ এবং এডাব্লুজিকিপি'র ক্লোজার
- বর্ধিত অ্যাকশন (এডিপি) জন্য ডার্বান প্ল্যাটফর্মে অ্যাডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ স্থাপন করন
- এডিপি দলগুলির জন্য একক আইনী বাধ্যতামূলক চুক্তির ব্যবস্থা করণ
- উন্নয়নের ইক্যুইটির বিষয়গুলি কীভাবে সম্বোধন করা যায়
- প্রধান উন্নয়নশীল দেশগুলি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে

সিওপিএসের ফলাফল

দোহার জলবায়ু প্রবেশদ্বার (সিওপি ১৮, ২০১২)

- কেপি দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি সময়কাল সিদ্ধান্ত গ্রহন
- কেপি দ্বিতীয় এর আসল প্রভাব কী হবে
- এডিপি টু কো-চেয়ার দিয়ে শুরু হয়েছিল
- একক আইনী বাধ্যতামূলক চুক্তির খসড়া পাঠ্য ২০১৪ সালের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে
- পাঠ্যের উপর আলোচনা অব্যাহত থাকবে

CMS COP 13 CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON MIGRATORY SPECIES 17 - 22 FEBRUARY 2020 GANDHINAGAR INDIA

সিওপিএসের ফলাফল

ওয়ার্সা ফলাফল (সিওপি ১৯, ২০১৩)

- এসএলবিএ বিকাশের জন্য কাজ চলছে
- লোকসান ও ক্ষতির বিষয়ে ওয়ার্সা আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া
- প্যারিসের সিওপি 21-তে এসএলবিএকে প্রভাবিত করতে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদানসমূহ (আইএনডিসি) বিকাশ করুন

লিমা (সিওপি ২০, ২০১৪)

- এসএলবিএ আলোচনা ও চূড়ান্তকরণ

CMS COP 13 CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON MIGRATORY SPECIES 17 - 22 FEBRUARY 2020 GANDHINAGAR INDIA

সিওপিএসের ফলাফল

প্যারিস চুক্তি (সিওপি ২১, ২০১৫)

- সিওপির মাইলফলক সিদ্ধান্ত
- সমস্ত দল ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন সমর্থন করতে সম্মত হয়েছে
- প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনার সমস্ত উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

সিওপিএসের ফলাফল

প্যারিস চুক্তি (সিওপি ২১, ২০১৫)

- প্যারিস চুক্তিটি ২০১৬ সালের ৪ নভেম্বর কার্যকর হয়, যে দিনটিতে কনভেনশনে কমপক্ষে ৫৫ টি দল মোট জিএইচজির নিঃসরণের হিসাবের জন্য কমপক্ষে ৫৫ টি দল তাদের সরঞ্জামাদি গ্রহণযোগ্যতা অনুমোদনের জন্য জমা দিয়েছে ইউএনএফসিসিসিকে

- ১৮১ দলগুলি ১৯৭ টি দলকে ইউএনএফসিসিসিতে অনুমোদন দিয়েছে

সিওপিএসের ফলাফল

প্যারিস চুক্তি (সিওপি ২১, ২০১৫)

- ইউএসএ ২০১৭ সালে প্যারিস চুক্তি থেকে সরে আসার ঘোষণা করেছে
- ২০২৫ থেকে প্রতি বছরে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৫ এরও বেশি ফ্লোর হিসাবে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সরবরাহের সম্মিলিত লক্ষ্যের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সিওপিএসের ফলাফল

প্যারিস চুক্তি (সিওপি ২১, ২০১৫)

- উন্নয়নশীল দেশগুলিকে স্বেচ্ছাসেবী সহায়তা দেওয়ার জন্য উত্সাহ দেওয়া হচ্ছে।
- সরকারী তহবিল অর্থায়নে একটি 'গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা' পালন করবে, এবং উন্নত দেশগুলিকে সরবরাহের স্তরের সরবরাহের জন্য বছরে দু'বার প্রতিবেদন করতে হবে